ভবিষ্যতের স্বপ্নে সাঁওতালি কবিতা

বিপ্লব মাজী

কোন সাহিত্যের কি লিখিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে? পৃথিবীতে অনেক ভাষাগোষ্ঠীর জনজাতি আছেন, যাঁদের লিখিত কোন ভাষা নেই। লিখিত ভাষা না থাকলেও, তাঁদের সাহিত্য আছে, আর সে সাহিত্য মুখফেরতা (oral) সাহিত্য। সেইসব সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার স্মৃতি পরম্পরায় ধরে রাখেন মানুষ। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের মুখে মুখে ফেরে সে সাহিত্য। গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর ভূর্জপত্র বা পুঁথিতে লেখা সাহিত্য ক্রমশ মুদ্রণে উঠে আসতে শুরু। যা ছিল একসময় সমবায় সাহিত্য, ক্রমে ব্যক্তিগত হয়ে উঠতে শুরু করে; বিশেষত শিল্পবিপ্লবের পর। যা কিছু সাহিত্য স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য কবিতা বা গানে প্রকাশ করা হত, বা ক্ষণিক-বচন বা প্রবাদে। শিল্পবিপ্লবের আগ্রাসনে ভৌগোলিক আবিষ্কারের মাধ্যমে যখন সপ্তসিন্ধু দশদিগন্তে পশ্চিম ইউরোপ উপনিবেশ খোঁজা শুরু করল, গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল উপনিবেশগুলিতেও। নিজেদের প্রয়োজনেই কলোনির প্রভুরা উপনিবেশের মুখফেরতা ভাষাগুলি শিখতে শুরু করল, সেই-সেই ভাষার বর্ণমালা তৈরিতে স্থানীয় পণ্ডিতদের সাহায্য নিল, এবং তা সাদা কাগজে মুদ্রিত হরফে বের করতে শুরু করল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও কলোনির প্রভুদের কোন ভাষাকে প্রাধান্য ও স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে রাজনীতি ছিল। সে রাজনীতি এই একুশ শতকে বিশ্বায়ণ সংস্কৃতিতেও বর্তমান। বিশ্ব-উষ্ণায়ণে যেমন প্রকৃতির অনেক উদ্ভিদ-প্রাণী-কাটপতঙ্গের জগৎ হারিয়ে যাচ্ছে, অনেক ভাষাও হারিয়ে যাচ্ছে। সাঁওতালি ভাষার সৌভাগ্য ভাষাটি হারিয়ে যায়নি। সাঁওতালি ভাষার চর্চার ক্ষেত্রে রেভা: বোডিং একটি ব্যাকরণ রচনা করে যান। এবং তা লিপিবদ্ধ করেন। রেভা: বোডিং-এর বর্ণনাত্মক ব্যাকরণের উচ্চারণ রীতি ও সংকেত-চিহ্নগুলি বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে মিলিয়ে আচার্য সুনীতিকুমার প্রথম ব্যবহার করেন। সাঁওতালি ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে খ্রিষ্টান মিশনারিদের অবদান স্বীকার করে নিতেই হয়। রেভা: বোডিং সাহেবই পাঁচখণ্ডে সাঁওতালি ভাষার অভিধান রচনা করেন। সবচেয়ে যা উল্লেখযোগ্য সাঁওতালি ভাষা নিয়ে চর্চা শুধু এদেশে না, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও হচ্ছে। সাঁওতালি সংস্কৃতি থেকেই সাঁওতালি ভাষার জন্ম। আর ভাষা থেকে সাঁওতালি সাহিত্যের জন্ম। আজও লিপিবদ্ধ এই ভাষার সাহিত্যের থেকে মুখফেরতা সাহিত্য (oral literature) আয়তনে অনেক বড়।

সে যাই হোক, সাঁওতালদের মুখফেরতা সাহিত্য এখন লিখিত সাহিত্যে রূপান্তরিত হচ্ছে। কেননা, সাঁওতালি ভাষা বর্তমানে ভারতীয় সাহিত্য অকাদেমি স্বীকৃত একটি অন্যতম ভাষা। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় ভাষাগোষ্ঠী ও নৃগোষ্ঠী। বিহার ও উড়িষ্যাতেও সাঁওতাল জনজাতির ঘনবসতি আছে।

হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতি সাঁওতালদের উপর ৩০০০ বছরের বেশি ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব করলেও এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানসলোকে তারা কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।'বিশ্বায়ণ সংস্কৃতিও সাঁওতাল মানসলোকে সেভাবে প্রবেশ করেনি।

উনিশ শতকের শুরুতে কয়েকজন খ্রিস্টান মিশনারি ও ব্রিটিশ কর্মচারি সাঁওতালি ভাষা নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং রোমানলিপির সাহায্যে সাঁওতালি ভাষার লিখিত সাহিত্য তৈরিতে মন দেন। সাঁওতালি সাহিত্য রোমানলিপিতে সমৃদ্ধ হতে থাকে। বিশ শতকের তিন ও চারের দশকে শিক্ষিত সাঁওতালি সম্প্রদায় নিজেদের মাতৃভাষার চর্চা শুরু করেন। যার ফলে বাংলা ও নাগরী লিপিতে সাঁওতালি সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে থাকে। পরে এই সাঁওতালি সমাজের এক অংশের প্রচেষ্টায় অলচিকি লিপিতে সাঁওতালি সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু ছিলেন অলচিকি লিপির স্রষ্টা। সমগ্রভারতে বসবাসকারী সাঁওতালদের মধ্যে ৫০ লক্ষের বেশি সাঁওতাল জনজাতি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশায় বসবাস করেন। একইসঙ্গে তাঁরা দু-তিনটে ভাষায় কথা বলতে পারেন। যাঁরা ওড়িশায় বসবাস করেন ওড়িয়া জানে, যাঁরা বিহারে বসবাস করেন হিন্দিভাষায় কথা বলেন। আর যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করেন তাঁরা বাংলাভাষায় কথা বলতে পারেন। স্থানভেদে বিভিন্ন লিপিতে তাঁদের পড়াশোনা করতে হয়। যার ফলে সাঁওতালিভাষায় লিপি সংকট একটা বড় সংকট। ১৭ নভেম্বর ১৯৭৯ পুরুলিয়া জেলার হুড়া থানার কেঁদবোনা মাঠে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাঁওতালি ভাষার জন্য অলচিকি লিপিকে স্বীকৃতি দেন। যাঁরা দীর্ঘদিন রোমান ও বাংলা হরফে সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করছিলেন, তাঁরা প্রতিবাদ জানান। কেননা অলচিকি লিপি চালু হলেও, তা অনেকের কাছে দুর্বোধ্য। প্রশ্ন ওঠে, অলচিকিতে সাহিত্য চর্চা করলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধে বাড়বে না কমবে?

সাঁওতালি কবিতা প্রধানত গান নির্ভর। সাঁওতালি নাচের সঙ্গে কবিতা ও গানের সম্পর্ক আছে। ফলে সাঁওতালি কবিতা পাঠে, সাধারণত, আমরা সাঁওতাল জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় পেয়ে যাই। সাঁওতালি কবিতা ও গানের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের নাচ থেকে, যেমন: সাঁওতালি কবিতা /গান

লাগড়ে
পাতা
দঙ্
সহরায়
ডাহার
বাহা
করম
দাঁসায়
বির

এইসব কবিতা বা গান নির্দিষ্ট উৎসব বা সাঁওতাল জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গাওয়া হয় বা পাঠ করা হয়। যার থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে সাঁওতালি কবিতাকে

ইউরোপিয় আধুনিকতা স্পর্শ করতে পারেনি— যেভাবে বাংলা সাহিত্যকে করেছে। বাংলা সাহিত্য আজও ইউরোপিয় প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। ইউরোপের চোখে এখনও বাংলা সাহিত্যকে দেখা হয়। সমবায় কবিতার বদলে বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা আত্মকেন্দ্রিক কবিতা বেশি। বাংলা ভাষার কবিরা যতটা সমাজ বিচ্ছিন্ন সাঁওতালি কবিরা না। মানবিক অনুভূতিই সাঁওতালি কবিতার প্রধান সুর।

সাঁওতালি ভাষার লিখিত সাহিত্যের আবির্ভাব আঠারো শতকের শেষদিকে, ১৮৮৭-তে রেভা: স্ক্রেফস্রুড কলোয়াস গুরুর কাছে— সাঁওতালজাতির পুরাতন তথ্য সংগ্রহ করে যখন হড়কোরেন মারে হাপড়ামকোরেয়া: কাথা নামে বই প্রকাশ করেন। ১৮৩৬-এ ওড়িশার বালেশ্বরে আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন স্থাপন করে, মিশনের প্রতিষ্ঠাতা রেভা: ফিলিপস্ সাঁওতালি ভাষা শেখেন ও সাঁওতাল জাতির পুরোনো কাহিনি, রীতি-নীতি সংগ্রহে মন দেয়। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টানধর্ম প্রচার করা। ১৮৪৫-এ সাঁওতালি ভাষার একটি বই ছাপেন। ১৮৫২-এ An Introduction to Santali Language. মিশনের ই.এল. পুকসলে ১৮৬৮-তে একটি ছোট অভিধান প্রকাশ করেন। ১৮৭৩-এ বেনাগড়িয়া মিশন প্রেস থেকে A Grammer of the Santali Language প্রকাশিত হয়। সাঁওতালদের নিজের চেষ্টায় লেখা প্রথম বই রামদাস টুডুর খেরোয়াল বংশা: ধরম পুথি। সাঁওতাল পুরাণকথার জন্য এই বই বিখ্যাত। ১৯২৫-৩০ সাধু রামচাঁদ সাঁওতালি ভাষার উপযুক্ত বর্ণমালা তৈরির সাথে সাথে কবিতা ও গান রচনা শুরু করেন। তাঁর রচিত দেবোন তিঁগুণ আদিবাসী বীর হো গানটি সাঁওতাল জনজাতির কাছে জাতীয় সংগীতের মতো। নতুন নতুন কবিতা ও গান লিখে তিনি বিলীয়মান সাঁওতাল সমাজকে আত্মসচেতন করে তোলেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৯ সাঁওতালি সাহিত্যের একটি সোনালি যুগ, এবং তা প্রধানত কবিতাকে কেন্দ্র করে। সাধু রামচাঁদ ছাড়াও, পাউল জুঝৌর সরেন, পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু, মঙ্গল সরেনের মতো কবিদের আবির্ভাব ঘটে। অবশ্য ১৯১৮ থেকে ১৯২৯ সাঁওতালি সাহিত্যে কয়েকজন জাতকবির আবির্ভাব ঘটে, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোরাচাঁদ টুডু, নারায়ণ সরেন, তড়ে সুতীম, ডোমাগ সাহু সমীর, সারদা প্রসাদ কিস্কুর মতো কবি। এঁরাই সাঁওতালি কবিতায় আধুনিকতার সূচনা করেন। গোরাচাঁদ টুডুর কবিতায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক চেতনা ও প্রতীকের ব্যবহার দেখা গেল। নারায়ণ সরেন তড়ে সুতীমের কবিতায় মিস্টিক চেতনা ও ধ্যানমগ্নতার সুর। ডোমান সাহু 'সমীর' বাংলা, হিন্দি, সাঁওতালি তিনভাষাতেই কবিতা লেখায় সমান স্বচ্ছন্দ ছিলেন। বিহার সরকার প্রকাশিত বিখ্যাত হড়-সম্বাদ পত্রিকা একটানা ছত্রিশবছর সম্পাদনা করেন। যদিও, অসাঁওতাল পরিবারে তাঁর জন্ম। ন্যাথানিয়াল মুরমু-র কবিতায় প্রতিফলিত সাম্যবাদী বিশ্বাস। রাজনীতি করলেও তাঁর কবিতায় প্রকৃতি ও মানুষই প্রধান বিষয়। সাঁওতালি ভাষার জনপ্রিয় কবি সারদা কিসকু। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির সাঁওতালি সংস্করণ সেরেঞ্ (১৯৭০ প্রকাশিত) বেশিরভাগ কবিতা সারদা কিসকু অনুবাদ করেন, বইটি সম্পাদনা করেছিলেন সুহৃদকুমার ভৌমিক। সারদা কিসকুর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়ে। প্রকৃতি প্রেম হয়ে ওঠে তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়।

পরবর্তীকালে সাঁওতালি কবিতার জগতে নবদিগন্তের সূচনা করলেন ঠাকুরপ্রসাদ মুরমু, ডোমানচন্দ্র হাঁসদা ও বাবুলাল মুরমু উল্লেখযোগ্য। ঠাকুরপ্রসাদ মুরমু সাঁওতালি কবিতায় গদ্যকবিতার সুর নিয়ে এলেন। তাঁর বেশিরভাগ কবিতা গদ্যকবিতা। তাঁর কবিতায় উঠে এল দলিত আদিবাসী সমাজ।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৯ সাঁওতালি কবিতার জগৎ আলোকিত করে উঠে এলেন গুহিরাম হেমবরম রুসিকৌ, ভোজরাই হেমবরম, জাগরণ সরেন, গোমস্তাপ্রসাদ সরেন, লক্ষ্মীনারায়ণ মুরমু, পানির পিয়ো, অনাদিচরণ হেমবরম, হরপ্রসাদ মুরমু, দাবানল হাঁসদা, জ্যোতিলাল হাঁসদা, চন্দ্রনাথ মুরমু, রবিলাল মাঝি কুহুবাউ, রামেশ্বর হেমবরম প্রমুখ। এঁদের মধ্যে চন্দ্রনাথ ভাগ্যবাদে বিশ্বাসী আর রবিলাল সাম্যবাদে। শব্দের ওপর চন্দ্রনাথের দখল ভাল। অভাব-অভিযোগ, গরিবি জীবনের মধ্যেও তিনি সুন্দরের সন্ধান করেন। সারদাপ্রসাদের স্নেহধন্য জাগরণ সরেন কম বয়সে মারা যান। সারদাপ্রসাদের স্নেহধন্য এই কবি আদিবাসী সমাজে কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা এবং জনপ্রিয় কবি ছিলেন। মৃত্যুর পর এভেন কবিতা বইটি বের হয়। গোমস্তাপ্রসাদ সরেন যুক্তিবাদী কবি। তাঁর সম্পাদিত পোওগোভা মননশীল পত্রিকা। নাস্তিক। বাংলা ও সাঁওতালিতে সমান দক্ষতায় গদ্য লেখেন। বুদ্ধিদীপ্ত ও সমাজ সচেতন তাঁর গদ্য। হরপ্রসাদ মুরমু আধুনিক কবি। বাক্ সচেতন। শিল্পিত ও পরিশীলিত শব্দচয়ন। সুন্দর প্রেমের কবিতা লেখেন। ভোজরাই হেমবরম রোমান্টিক কবি। অনুভূতি প্রধান কবিতা লেখেন। চিত্রকল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত। দাবানল হাঁসদা স্বভাব কবি। নিসর্গ চেতনার কবি। মার্কসবাদে বিশ্বাসী কবি জ্যোতিলাল হাঁসদা। নবীন প্রজন্মের কবিদের আহ্বান করে বলেন, তোমরা শ্রমজীবী মানুষের ইতিহাসকে উপেক্ষা করো না।

১৯৫০-১৯৫৯-এ সাঁওতালি ভাষায় যে কবিবৃন্দের আবির্ভাব ঘটল, তাঁদের কবিতায় প্রতিফলিত হল যন্ত্রণা ও হতাশা সম্পৃক্ত সমাজ। বিগত দশকের কবিদের মধ্যে সাঁওতালি সমাজকে একসূত্রে বাঁধার, জাগানোর যে স্বপ্ন ছিল, এঁদের কবিতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত, আত্মকেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্ন মানসিকতার কবিতা। যদিও ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার চিরায়ত উচ্চবর্গের শোষণ ও বঞ্চনাকে এঁরা দায়ি করলেন। সমাজবিধির অনেক নিয়মকে অস্বীকার করলেন। এই দশকের কবিদের কিশোরকাল ও যৌবন অতিবাহিত হয়েছে অলচিকি ও আদিবাসী মহাজাগরণ ও আন্দোলনের তীব্র জোয়ারে। উচ্চবর্গ ভারতীয়রা তাদের অবহেলা ও উপেক্ষা করে এই উপলব্ধি তাঁদের হয়। মার্কসীয় চেতনার আলোকিত প্রভাব পড়ে এই দশকের কবিদের মানসলোকে। কবিরা বুঝতে পারেন, রাজনীতিক না হলে কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব না। সবাই তাদের বঞ্চিত করে, তাদের ওপর চিরাচরিত অত্যাচার, অবিচার চালিয়ে যাবে। এ সময়ের বিতর্কিত ও জনপ্রিয় কবি মার্শাল হেমবরম। কাঁদন সরেনের মতো কবি নেলসন ম্যান্ডেলার মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বের আদিবাসীদের মুক্তির স্বপ্ন দেখেন। সাদা ও কালোর দ্বন্দ্ব পৃথিবীর সর্বত্র। কবি খেরোয়াল সরেনের কবিতায় প্রায় একই মনোভাব ব্যক্ত। বিখ্যাত তেতরে পত্রিকা সম্পাদক কবি মহাদেব হাঁসদা। তিনিও বঞ্চিত আদিবাসী জীবনের শরিক। তাদের বিদ্রোহে মাথা তুলতে বলেন।

উপেন কিসকুর কবিতায় একইরকম বিদ্রোহের আগুন। নায়াক মঙ্গল সরেনের কবিতায় উঠে আসে সাঁওতাল-বিদ্রোহের সাবলটার্ন ইতিহাসের সুর। ঠাকুরপ্রসাদ মুরমুর কবিতায় একইরকম বিদ্রোহের আগুন দেখা গেলেও, কাজলৌ সরেন ও অসিত সরেন অন্য পথের পথিক।

১৯৬০ থেকে ১৯৬৯-র পর যেসব সাঁওতাল কবি জন্ম নিলেন, তাঁদের সৃষ্টিতে দেখা গেল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। রূপচাঁদ হাঁসদা, যদুমণি বেশরা, শ্যামচরণ হেমবরম, কুক্‌মু কুহুর ক্রমেই সমৃদ্ধ হচ্ছে সাঁওতালি কবিতার অনন্য জগৎ।

আধুনিক সাঁওতালি কবিতা ত্রিপদী, পয়ার, একাবলী ছন্দে লেখা যায়। ছন্দের মিল আছে কবিতার পাশাপাশি আধুনিক গদ্য কবিতাও সাঁওতালি ভাষায় লেখা হচ্ছে। অমিত্রাক্ষর, মিশ্রবৃত্ত, দলবিত্ত ছন্দে সাঁওতালি কবিতা লেখা হয়। প্রধান কথা, তাঁদের অধিকাংশ কবিতার মধ্যে গানের সুর প্রবাহিত।

সাঁওতালি প্রাচীন প্রবাদ : মানুষ চলে গেলেও/ তার কথা থেকে যায়।

ফলে পূর্বপুরুষরা গানের কথা ও সুর সাঁওতালদের জীবনে যেভাবে গেঁথে দিয়ে গেছেন তা অবিনশ্বর ও ভবিষ্যতের অন্তবিহীন পথে প্রবাহিত হবে। আধুনিক সাঁওতালি কবিতায় নিরন্তর প্রতিফলিত হবে।

ড. সুহৃদকুমার ভৌমিক অনূদিত (মূল সাঁওতালি থেকে) আমার ভাল লাগা আধুনিক সাঁওতালি কবিতার অংশবিশেষ এখানে তুলে দিলাম, যার থেকে পাঠকেরা সামান্য হলেও আধুনিক সাঁওতালি কবিতার গতিপ্রকৃতি বুঝতে পারবেন:

১. অনেক পুরনো আর লম্বা
সাদা গোলাপ ফুলের গাছ—
সেই কতদিন থেকে আজও বেঁচে আছে।
আর তার ফুল সুন্দর লম্বা
গাঢ় সবুজ পাতার মধ্যে
আজও মনে পড়ে— সেই পূর্ণিমা রাত্রির কথা
পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে
পড়েছিল তোমার আমার মুখমণ্ডলে।
(তোমার বাড়ির আশেপাশে/ রবিলাল মাঝি)

২. তুমি যদি হতে জমাট কালো মেঘ
আর আমি হতেম হাল্কা মেঘের ছায়া
ভেসে বেড়াতাম তোমার কাছে কাছে।
(তুমি যদি হতে/ রামসুন্দর বাসকে)

৩. শুকিয়ে যাওয়া ফুল, আর ধুলোর মধ্যে
ছিল না কোনো পার্থক্য

আকাশটা আর একটু বড় হলেই
ফুটে উঠত কোন ফুল
(আর কবিতা নয়/ অসিত সরেন)

৪. দারোগা পুলিশ এবং দেশের রাজা ও সরকার—
সকলেই এক হয়ে গেছে।
রেললাইনের ঠিকেদারেরা মোরগ ছাগল
লুঠ করে নিয়ে গেছে।
আমাদের মেয়েদের অপহরণ করেছে তারা
আমরা এখন কোন দিকে যাব
এখন কি করব।
আকাশের বজ্রের মত গর্জন শোনা গেল
হুল! হুল!! হুল!!!
(হুল দিবস স্মরণে/ উপেন কিসকু)

৫. আজ দেখি কাজের বিনিময়ে
খাদ্য ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত।
কংকালসার
লজ্জা নিবারণের ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড দিয়ে দেখা যায়
কৃষ্ণবর্ণের পশ্চাৎদেশ।
(কোন দেশে আছি আমরা/নিরুপমা)

৬. চিৎকার করে বলছ
এই তৈরি করা
জমি, পুকুর, খামারবাড়ি
এগুলো নাকি আমার নয়?
... ...
এখন যদি দাবি কর
এই তৈরি করা
জমি, পুকুর, খামারবাড়ি
এগুলো আমার নয়
তবে তো
আমাকে তীরধনুক হাতে তুলে নিতেই হবে।
(তীরধনুক ধরতেই হবে/মারশাল হেমবরম/অনুবাদ কবি)

৭. ভাষাই হল খেরোয়াল জাতির
সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য আয়না।

ভাসিয়ে দিয়ো না তাকে
সমুদ্রের গভীর জলে।
(জাতির অবলম্বন/সোনা হেমব্রম)

৮. এখনো সেই আগের মতোই
ক্ষুধায় শীর্ণকায়
ব্যধিতে জরাজীর্ণ, অশিক্ষিত, নির্বোধ,
বোবা, শোষিত এই সমাজ।
সেই পাড়াগাঁ।
স্বাধীনতার পর নগরসভ্যতার
বেড়েছে চাকচিক্য। বিদ্যুতের আলোয়
হয়েছে আলোকিত।
পেট মোটা ভুঁড়ি সর্বস্ব মানুষগুলো
সুখের স্বপ্নে ভেসে বেড়াচ্ছে।
কি করেই বা তারা চিন্তাভাবনা করবে—
গ্রামীণ টলাপাড়ার এই মানুষগুলোর কথা।
(জীবনবহ্নি/খেরোয়াল সরেন)

৯. যদি তুমি পাখির গানের সুরে হারিয়ে যাও
তাহলে তার নামটুকু বলে দাও
ওরই সঙ্গে আমি চিরবন্ধনে আবদ্ধ হব।
সে মিলন বন্ধনই হবে চির জীবনের।।
(চিরজীবন/শান্তিময় হাঁসদা)

১০. আমার মাটি কাটার কাছে দাঁড়িয়ে
কি দেখছ তুমি সাংবাদিক।
একেবারে মাটি কাটার দিকে
রক্তে জল হয়ে বেরোনো ঘাম?
দেখ, দেখ, আরো দেখ—
কেমন ভরা যৌবনেই স্বাস্থ্য গেছে ভেঙে।
(নতুন খবর/ সুসলি হেমব্রম)

১১. সারিবদ্ধ কুটির ঘেরা পরিবারে,
মানুষজনের মন ও জীবন
পাথরের মতো কঠিন হয়ে যায়
তবুও অন্তর গলে জল ঝরে পড়ে।
(যারা গেছে চলে/ পরায়ণী টুডু)

১২. পূর্ব থেকে পশ্চিম বিস্তৃত কুলহি বা গ্রামীণ পথ
এই হল আমাদের গ্রাম।

ফুলের মালার মতো সারিবদ্ধভাবে
আমরা গাঁথা হয়ে আছি একসঙ্গে।

(আমাদের গ্রাম/সুরেন্দ্রনাথ মারডি)

১৩. জীবন সমুদ্রের তীরে বসে
একাকী কত কি যে দেখছি।
সুখ ও দুঃখের তরঙ্গের জল
তীরে এসে আছড়ে পড়ে
টুক্‌রো হয়ে যায়।
আর সেই ধুয়ে যাওয়া বালুর তীর
ধ্বসে যাচ্ছে। আবার নতুন করে তা
তৈরি হচ্ছে।

(জীবন সমুদ্র/ যদুমণি বেশরা)

১৪. কেবলই মনে ফিরে ফিরে আসে
সেই ছেলেবেলাকার দিনগুলি—
পথের ধূলি গায়ে মেখে খেলার দিনগুলি।
সেই ছেলেবেলায় ধুলোর তৈয়ারি ভাত
শাকসব্‌জি আর তরকারি।
আতাপাতার বরবধূ সাজিয়ে তার খেলা
সেই গ্রামীণ রাঙামাটির ধুলোর ওপর খেলা।

(শৈশব স্মৃতি/সাধনকুমার মানডি)

১৫. ভারতমাতা
তুমি স্বাধীন হয়েও স্বাধীন হলে না।
বীর বিপ্লবী সিদু কানহু
জন্মেছিল ভাগনা ডিহিতে।
তারা দিয়েছিল জীবন
ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে।
তুমি স্বাধীন হয়েও স্বাধীন হলে না।

(স্বাধীনতা/ স্বপনকুমার পরামানিক কুকমু কুহু)

১৬. প্রাগৈতিহাসিক জঙ্গলের আড়াল থেকে
অতিবৃদ্ধ এক সিংহ
অবাক বিস্ময়ে দেখছে
— মানুষের খেলা।
ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত খেলা।

(সাদা কালো চামড়া/দুর্গাদাস মুরমু)

কবিতাগুলি পাঠ করলে সাঁওতালি সমাজের সহজ সরল জীবনযাত্রার ছবি যেমন পাওয়া যায়, তাদের আশা-আকঙ্ক্ষা, স্বপ্নের চিত্রিত শব্দ দেখা যায়। ভারতের মূলস্রোতের ইতিহাসে তাদের বিদ্রোহ ও আন্দোলনগুলিকে মর্যাদাপূর্ণ স্থান না দেওয়া নিয়ে যেমন অভিযোগ, অভিমান, হতাশা আছে— তেমনি নিজেদের অনাড়ম্বর গ্রাম ও অরণ্য জীবন নিয়ে, নাচ-গান-আনন্দ-উৎসব, প্রেম-প্রণয় নিয়ে নানা অনুভূতির ছবি আছে। সাম্প্রতিক কালে তাঁরা নিজেদের আইডেনটিটির খোঁজে ভারতীয় রাজনীতির থেকে দূরে না থেকে, তার গণতান্ত্রিক পরিসরে নিজেদের শেকড়ের খোঁজ যেমন করছেন, অস্তিত্বের লড়াইয়েও অংশগ্রহণ করছেন। আধুনিক সাঁওতালি কবিতায় তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে, এটাই আশার কথা। অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় সাহিত্যে সাঁওতালি কবিতা উন্নতমানের সাহিত্যের মর্যাদা পাবে।

উৎস:

১. সাঁওতালি গান ও কবিতা সংকলন
অনুবাদ ও সম্পাদনা সুহৃদকুমার ভৌমিক
সাহিত্য অকাদেমি। মূল্য ১৬০ টাকা

২. সাঁওতালি ভাষার প্রাথমিক ব্যাকরণ
রেভা: পল ও লাভ বোডিং
অনুবাদ সংযোজন ভূমিকা সুহৃদকুমার ভৌমিক
মারাংবুরু প্রেস, মেছেদা, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৭, মূল্য ১৬০ টাকা

৩. আদিবাসীদের ভাষা ও বাঙলা
সুহৃদকুমার ভৌমিক
মারাংবুরু প্রেস, মেছেদা, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৭, মূল্য ৬০ টাকা

৪. বঙ্গ-সংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্য
সুহৃদকুমার ভৌমিক
মনফকিরা। সহজিয়া ২৯/৩ গোপাল মল্লিক লেন কলকাতা-৭০০০১২
সি ২৭/৩ কে.টি.পি.পি. টাউনশিপ, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৭, মূল্য ১৫০ টাকা।

৫. সাঁওতালি কবিতা
সংগ্রহ: শুভেন্দুশেখর ভট্টাচার্য
সম্পাদনা তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩

৬. খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি
সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতির আদিগ্রন্থ
রামদাস টুডু রেস্কা
অনুবাদ ও সম্পাদনা: সুকুমার সিকদার, সারদাপ্রসাদ কিস্কু (খে.বী)
নির্মল বুক এজেন্সি, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০০০৭